সাহস কর ! (১)

মার্ক ৬:৪৫-৫৬

জীবনে চলার পথে আমরা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হই। যীশুও তাঁর জীবনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মার্ক ৬:৪৫-৫৬ পদ থেকে আসুন আমরা আমাদের প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করি এবং তা থেকে উত্তর খুঁজি। (১) সামাজিক সমস্যা- ৬ অধ্যায় ১ পদে আমরা দেখেছি যীশু তাঁর স্বদেশে (নাজারত) নির্যাতিত হয়েছেন। (২) রাজনৈতিক সমস্যা- ৬ অধ্যায় ৭ পদে হেরোদ যীশুর মাসতুতো ভাই যোহন বাপ্তাইজককে হত্যা করেছে। (৩) জনপ্রিয়তার সমস্যা- ৬ অধ্যায় ৩১ পদ অনুসারে যীশু লোকের ভিড়ে আহারেরও সময় পাচ্ছিলেন না। (৪) নিজ শিবিরের সমস্যা- যীশুর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যেরা যীশুতে আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিল, তাঁকে দুঃখ দিয়েছিল।

গালীল সাগরে জলের উপর দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন- সকল সমস্যার মধ্যে যেন আমরা এই প্রশ্ন করি- সকল ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকর্তা কে ? সেদিন শিষ্যেরা যে প্রতিকূল বাতাসের সম্মুখীন হয়েছিল, তার কয়েকটি বাস্তব দিক আসুন আমরা লক্ষ্য করি।

ক। যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের সাগর পার হতে দৃঢ় আজ্ঞা করেছিলেন (৪৫, ৪৬ পদ)

যীশু কেন তাঁর শিষ্যদের আগে পাঠিয়েছিলেন ? কারণ যীশু সর্বদা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যাতায়াত করতেন। ৪৬ পদ অনুসারে যীশু প্রার্থনা করার জন্য এমন কাজ করেছিলেন। অন্যদিকে, পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়ে যীশু জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন, যা তাঁকে জাগতিক রাজা বানানোর পথে জনতাকে উৎসাহিত করেছিল। যীশু কিন্তু তাদের এই কাজকে উৎসাহিত করেননি।

তাই, যীশু শিষ্যদের জোর করে পরবর্তী প্রচার স্থানে যেতে বাধ্য করেন। নৌকা-যাত্রা পথে ঘটিতব্য বিষয় সম্বন্ধে যীশু অবশ্যই ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেবল তাই নয়, আগামী ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চলেছেন (যাত্রীকের গতি)। বিশ্বাসী আমাদের জীবনে ঈশ্বর বিভিন্ন প্রতিকূলতার দ্বারা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিকূলতার অনুপস্থিতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করে না। আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে, তাদের জীবনে ঈশ্বর সকল বিষয় ভালোর জন্য করে থাকেন (রোমীয় ৮:২৮)।

খ। যীশু তাদের সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন (৪৭, ৪৮ক পদ)

যীশু দেখলেন প্রতিকূল বাতাসে নৌকাটি সামনে যেতে পারছে না। তাদের 'দেখার' জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি 'জানা' বা 'অভিজ্ঞতা লাভ' শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

যীশু জানেন আপনার সমস্যা সকল। তিনি জানেন আমার সকল সমস্যা। কারণ তিনি আমার-আপনার সঙ্গে সর্বদা আছেন। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকে তিনি আমাদের জানেন, এবং মেষশাবকের জীবন পুস্তকে তিনি আমাদের নাম লিখে রেখেছেন। তিনি জানেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

গ। তাদের সমস্যায় যীশু তাদের কাছে এলেন (৪৮-৫০ পদ)

যিনি আমাদের জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে অনুমতি দেন (আমাদের ভালোর জন্য), যিনি আমাদের সকল সমস্যা উপলব্ধি করেন, তিনি আবার সমস্যায় আমাদের সাহায্য করতে আমাদের পাশে আসেন।

শিষ্যদের কাছে আসার জন্য গ্রীক ভাষায় যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, তার কাল থেকে বলা যায় যে, আমাদের সমস্যার সময় তিনি সর্বদাই আমাদের কাছে এসে থাকেন, এই কাজে তিনি কখনও বিরত হন না। তাই যখনই আমরা বিপদে পড়ি, তিনি তখনই আমাদের সাহায্য করতে আমাদের পাশে আসেন। আবার যদি প্রয়োজন হয় জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতেও তিনি পিছপা হন না।

ঘ। যীশুতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করলেন (৫০, ৫১ পদ)

"সাহস কর, এ আমি" কথার দ্বারা যীশু তাঁর "আমি" উক্তি করলেন। আপনি যদি সমস্যার মধ্যে থাকেন, ভয়ের মধ্যে থাকেন, বিপদের মধ্যে থাকেন, তিনি আজকে আপনাকে এই কথা বলতে চান, "এই আমি।" এর থেকে বড়ো আশ্বাসবাণী আর কী থাকতে পারে?

যীশু যখন নিজে নৌকায় উঠলেন, বাতাস থেমে গেল, সমুদ্র শান্ত হল। শিষ্যেরা উপলব্ধি করল, "যীশু আমাদের সঙ্গে থাকলে, আমাদের কিছুরই অভাব নেই।" আপনার জীবনে এই মুহূর্তে প্রতিকূল বাতাস কী? আপনি কী চান? অনেক সময় আমরাও শিষ্যদের ন্যায় আচরণ করি- কঠিন হৃদয় ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। যুক্তিবাদীর ন্যায় সন্দেহ করি। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আশীর্বাদের বিরুদ্ধে আচরণ করি। ভয় পাই, ঈশ্বরের হাত থেকে আমাদের হাত সরিয়ে নিই।

আপনার জীবনে কি কোনও প্রতিকূল বাতাস আছে? আপনি কি ঝড়ের শব্দ বা সাগরের ঢেউয়ের পিছনে তাঁর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন? যীশু আপনার বিপদে আপনার পাশে দাঁড়াতে চান। আপনি কি আপনার তৈরী নিরাপদ নৌকা ত্যাগ করে আপনার জন্য তাঁর পরিকল্পিত নৌকায় পা দিতে রাজি আছেন?

আপনি কি আপনার নিজের শক্তিতে বাতাসের বিরুদ্ধে বৃথা দাঁড় না চালিয়ে, আপনার জীবন নৌকার দাঁড় তাঁর হাতে দিতে রাজি আছেন? তিনি পারেন আপনার জীবন-সাগরের প্রতিটি ঝড় থামাতে। কারণ, তিনি ঝড়ের মধ্যেও আপনার সঙ্গে আছেন। তিনিই আপনার জীবন-সাগরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকর্তা। আপনি কি তাঁকে বিশ্বাস করবেন?